আর্জেন্টিনা-বিপ্লবের সূচনা

অ্যালান উড

আর্জেন্টিনার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সাইগনের পতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্প্রতি সরকারী নেতারা খুব দ্রুত তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের ছাদ থেকে হেলিকপ্টার করে পালিয়ে গেছে । এরা মোটেই কোনো বি-দেশী আক্রমনকারী ছিল না, বরং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তার জনগণের কাছে থেকে,জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কাছে থেকে পালিয়েছে। যখন সারা পৃথিবীর চোখ আফগানিস্তানের যুদ্ধের দিকে ছিল, তখন আরেকটা যুদ্ধ শুরু হ-য়েছিল।ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহে আর্জেন্টিনা ছিল যুদ্ধভূমি। কিন্তু এই যুদ্ধ দুই রাষ্ট্রের মাঝে ছিল না, এই যুদ্ধ ছিল ধনী আর দরিদ্রের যুদ্ধ, শোষক আর শোষিত শ্রেণীর যুদ্ধ ।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কাছে এই ঘটনা সংঘবদ্ধ পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। 'আর্জেন্টিনা নৈরাজ্যের হাতে আক্রান্ত ' - এই ছিল বাজারী সংবাদপত্রগুলোর শিরোনামা। এতে কোনো সন্দেহ - নেই যে সংকট বিরাজমান, কিন্তু এই সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট,তথাকথিত বাজারী অর্থনীতি-আই-এম-এফ আর বিশ্বব্যাংকের দাক্ষিণ্য যার নাকি সমস্ত সমস্যা দূর করার কথা,
সেই সমস্যার মূল। এক বছরেরও বেশী সময় আগে পর্যবেক্ষকরা বলেছিল যে আই-এম-এফ এর উপদেশে সরকার যে সংস্কারগুলো চাপিয়ে দিচ্ছে , সেগুলিই সামাজিক অস্থিরতা ডেকে আনবে। আজকে তাদের কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্লাজা-ডি-মেয়োতে জনগণের বিশাল সমাবেশই বাধ্য করে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি ফার্নান্ডো-দে-লা-রুয়াকে ইস্তফাপত্র দিতে । উনিশে নভেম্বর রাতে এগারোটার ভাষণের পরেই বুয়েনস এয়ার্সের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে- এটা ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া । রাতে দুটোর মধ্যে প্রতিবাদী জনগণের সমাগমে রাস্তা ভর্তি হয়ে যায় ।

পরের সকালে লোকেরা একই জায়গায় জড়ো হতে শুরু করে । পুলিশ জনগণের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপরে দমনপীড়ন শুরু করে । কিন্তু জনগণ কোনোমতেই সেই জায়গা ছেড়ে যেতে চায়নি (- সেই জায়গাটা ছিল ১৯৪০ আর ১৯৭০ সালে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের প্রতীক) ।
বিকেল চারটের সময় কিছু লোক দোকানপত্র আর ম্যাকডোনাল্ডসের দোকান লুট করতে শুরু করে আর বিদেশী ব্যাংকগুলোর সবকটা জানলা ভেঙে দেয় । সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় রাষ্ট্রপতি দেশের দুই মূল রাজনৈতিক পার্টিকে(UCR আর PJ) একজোট হয়ে সরকার চালাবার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু বি-রোধীপক্ষ সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় । রাষ্ট্রপতি এই মুহূর্তে তার ইস্তফা টেপ করেছে আর আজ রাতেই আর্জেন্টিনা নতুন একজন রাষ্ট্রপতিকে পাবে আর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী । এটা হলো নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জয়, কিন্তু জয় হয়েছে একটা লড়াইয়ে , সামগ্রিক যুদ্ধ নয় । মুক্ত অর্থনীতি প্রকল্প ব্যর্থ হবার পর থেকেই দেশে অস্থিরতা তৈরী হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে লাতিন- আমেরিকার সবচেয়ে উন্নত দেশ আর্জেন্টিনা গত দু বছর ধরে রাজনৈতিক,সামাজিক,অর্থনৈতিক সমস্যায় ভারাক্রান্ত । ফার্নাণ্ডো দে লা রুয়ার সরকার

আই- এম- এফ এর দওয়া ফর্মুলাই মন চলছিল- সংক্ষপ যা ছিল ঘাটতি কমাও, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করা আর বিনিয়াগকারীদর তাদর মুনাফা সম্পর্ক আশ্বাস যাগাও । এই নীতিগুলিই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করার পরিবর্ত তাক আরা ঘনীভূত কর তুলছিল ।

আর্জন্টিনার শাসকশ্রণীর সামন অন্যতম সমস্যা ছিল শ্রমিকশ্রণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তি,
যা সর্বশক্তি দিয় আই- এম- এফ এর কঠার নীতিগুলা প্রণয়ন বাধা দিয়ছিল। গত কয়ক বছর শ্রমিকশ্রণীর চাপ পরানিস্ট ইউনিয়নগুলা ধর্মঘট ডাকত বাধ্য হয়ছিল । এক কথায় বলত গল আর্জন্টিনার বুর্জায়া শক্তি শ্রমিকশ্রণীর জীবনর বিনিময় পরিস্থিতি সামাল দিত পারনি-
যদিও তা জীবনযাত্রার মানর উপর অজস্র আক্রমণ নামিয় এনছ । আই-এম-এফ এর আরা কঠার নীতির জন্য আর্জন্টিনা ৮ বিলিয়ন ঋণ থক ডিফল্টার হবার দিক এগিয় চলছ ।
বকারীত্ব বাড়ত বাড়ত এখন ১৮. ৩ % এ দাঁড়িয়ছ ।

রায়টর প্রাথমিক পর্বর ধাক্কায় অর্থনৈতিক মন্ত্রী ডামিংগা ক্যাভালা ইস্তফা দিত বাধ্য হয় । মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রর খবর " বাড়ির সামন ৫০০০ লাকর মিছিল দখই ক্যাভালা ইস্তফা দয় " । বুয়নস এয়ার্স ক্যাভা-লার বাসস্থানর সামন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ মিছিল সমস্ত স্তরর মানুষই সামিল হয়ছিল । এই ঘটনার আগই খাবারর জন্য রায়ট শুরু হয় গছিল-
প্রায় ১৫০০ বকার লাক দশর সর্বত্র ওয়ার-মার্টস আর কারফার এর সুপার-মার্কট লুটপাট কর।
" আমরা ফির আসছি আর আমরা আমাদর সমস্ত প্রতিবশীদর নিয় আসছি ",
বুয়নস- এয়ার্স একটা সুপারমার্কটর সবচয় বড়া দাকানর সামন শ্রমিকদর সামন জারালা বক্তব্য রাখ ছ বছরর সন্তানর মাতা- এলসা গামজ । তার নতৃত্ব বস্তিবাসীর একটা দল ২৫০ ব্যাগ খাবারর পরিবর্ত সই দাকান লুট করা থক বিরত থাক ।
দরিদ্র জনতার ক্রাধ বিস্ফারণর রূপ নয় দু দিনরও বশী রায়ট আর লুটতরাজর মধ্য দিয় যাত কমপক্ষ ২২ জন মারা যায় আর অসংখ্য লাক আহত হয় ।

গত এক দশক এত বশী সামাজিক অস্থিরতা আর কখনা তৈরী হয়নি । বুয়নস- এয়ার্স পুলিশর সাথ বি-ক্ষাভ প্রদর্শনকারীদর রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয় গিয়ছিল-বিক্ষাভকারীরা রাষ্ট্রপতির ইস্তফা দাবী করছিল । টিয়ার গ্যাস আর জলর পাইপ ব্যবহার করা হয়ছিল বিক্ষাভকারীদর বিরুদ্ধ ।
প্লাজা-ডি-ময়াত কয়ক শত লাক পুলিশর সঙ্গ যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল । বিক্ষাভ প্রদর্শনকারীদর মধ্য একজন মাঝবয়সী মহিলাও ছিলন, যাঁর ঘাড়ার ক্ষুর একটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয় গিয়ছিল, কিন্তু তাতও দম না গিয় তিনি ' সরকারর মারণ নীতির ' বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করছিলন । তিনি আই- এম- এফ এর চাপিয় দওয়া ঘাটতিহীন বাজটর বিরুদ্ধই প্রতিবাদ করছিলন ,য বাজট আই- এম - এফ চাপিয় দিয়ছ আ-র্জন্টিনার উপর য আজ ১৩২ বিলিয়ন ঋণর দৌলত ডিফল্টার হয় যত বসছ । ' আর্জন্টিনায় আর কিছু -নই ', এ কথা এক প্রতিবাদকারীর- ' আমার ছলময়রা এ দশ ছড় চল যত চায়, এখান কানা ভবিষ্যত নই, এখানকার নতাগুলা বড় বশী দুর্নীতিপরায়ণ '(তথ্যসূত্র- দ্য গার্জিয়ান , ডিসম্বর ২১,২০০১) ' ।

সান্তা ফ প্রদশ রায়ট মৃতদর মধ্য ১৫ বছরর এক বাচচা ছল ছিল ।
ধর নওয়া হচ্ছ অন্য মৃতরা ব্যবসায়ী দাকানদারদর গুলির শিকার- যারা লুটতরাজকারীদর ছত্রভঙ্গ করত জনতার দিক গুলি ছুঁড়ছিল । বুয়নস এয়ার্স এক পুলিশ অফিসার এক বিক্ষাভকারীর ছাঁড়া

পাথর মারা গছিল । ইউনিয়নগুলা দুটা সাধারন ধর্মঘট ডকছিল ।
দশর নতারা কংগ্রসর বাড়ির মধ্য আটকা পড়ছিল । " আমরা এখান আটক পড়ছি"- কংগ্রসর ভিতর সম্প্রচারকারী এক চিত্র সাংবাদিক বলছ - " বিধানসভার সদস্যরা কউ বাইর বরাত পারছ না আর কউ ভিতর ঢুকত পারছ না । " '(তথ্যসূত্র- দ্য গার্জিয়ান , ডিসম্বর ২১,২০০১) ' । রাষ্ট্রপতি প্রথমই পদত্যাগ করত চায়নি,বিরাধী পার্টি কায়ালিশনর প্রস্তাব নাকচ কর দবার পরই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করত বাধ্য হয় । দশবাসীর সামন ভাষণ রাষ্ট্রপতি বিরাধী পরানিস্ট পার্টির প্রতি একসাথ জাট বধ নতুন অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলি রূপায়ন করার আর সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান রাখন। এ সবই ছিল ক্ষমতা আঁকড় ধর থাকার মরীয়া প্রচষ্টা । " আমি শষ পর্যন্ত আমার কর্তব্য পালন করব " - এই ছিল তাঁর ভাষণ । কিন্তু ভয়ার্ত পরানিস্টরা সই প্রস্তাব নাকচ কর দয় । রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ না করল আর্জন্টিনা বিপ্লবর সম্মুখীন হত , জরুরী অবস্থা বা পুলিশর গুলি কানটাই জনগণর প্রতিরাধক সামলাত পারত না । তাদরঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বুঝিয় দিয়ছিল য জনগণর ঐক্যবদ্ধ শক্তির জার কতটা । ক্ষমতা রাষ্ট্রর হাত থক বরিয় চল এসছিল রাস্তায় ।

পুঁজিবাদর বিশ্বজাড়া সংকট

বিশ্বজাড়া অর্থনীতির সংকট একসাথ সবজায়গায় যভাব ঘনীভূত হয় উঠছিল , তাত বুর্জায়া শ্রণী আতংকিত হয় উঠছিল । এই ঘটনাক ' সংক্রামক ব্যধি ' বলা যত পার । এটা বিশ্বায়নর অন্য একটা দিক ।রাজনীতির মতই অর্থনীতিত আমরিকান সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র একই ধরণর দাবাগ্নির সম্মুখীন হয়ছ । তারা যত তাড়াতাড়ি একটা আগুন নিভিয়ছ , তার থক বশী
দ্রুততায় আরা একটা আগুন জ্বল উঠছ । এটাই বর্তমান পরিস্থিতির একটা রূপরখা আমাদর সামন তুল ধর ।

আর্জন্টিনার সংকটর শুরু সই জায়গাতই তা নয় । এটা বিশ্ব পুঁজিবাদর সামগ্রিক সংকটকই প্রতিফলিত কর । ২০০১ সালর শুরুত তুর্কীর অর্থনীতির পতন তৎক্ষনাৎ পালিশ জিলাতি আর ব্রাজিলর রিয়ল মুদ্রাক প্রভাবিত করছিল , ৩০ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটছিল । আর্জন্টিনার সাথ এদর ব্যবসা-বাণিজ্যর যাগসূত্র ছিল , তাই রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর্জন্টিনার অর্থনীতি দারুনভাব প্রভাবিত হয়ছিল ।

যহতু আর্জন্টিনার পসা আমরিকান ডলারর উপর নির্ভরশীল ছিল তাই কাগজ কলম তার অবমূল্যায়ন ঘটানা হয়নি । সই কারণ সমস্ত সংকটর বাঝা চাপিয় দওয়া হয়ছিল কৃষক আর মধ্যবিত্তর উপর। এটা দারুনভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছিল । ২০০১ সালই অনকগুলা জঙ্গী ধর্মঘট হয় গছিল । সাধারণ নির্বাচনও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিরুদ্ধ ভাট পড়ছিল , এমনকি জনারল মসকানির উত্তরদিকর শহর এক অভ্যুত্থান
ঘটিয় শ্রমিক এবং বকার যুবকরা সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজদর হাত নিয় নিয়ছিল । এই ঘটনা ওয়াশংটিন উদ্বগর সৃষ্টি করছিল আর আর্জন্টিনার অর্থনীতিক চাঙ্গা করত আই- এম - এফ ঋণ প্রদান ক-রছিল । কিন্তু এখনকার ঘটনা সব কিছুক ছাপিয় গছ ।

ব্যাংক নিয়ন্ত্রণর নাটকীয় সিদ্ধান্ত ব্যাংকর উপর সমস্যার বাঝা চাপিয় দিয়ছিল । ৩০ শ নভম্বর দশর ব্যাংকগুলির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার। কন্দ্রীয়
ব্যাংকর মাট সঞ্চয় ১.৭ বিলিয়ন ডলার কম যায় । এক রাতর মধ্য বিশ্বর অন্যতম ধনী দশর দউলিয়া হবার অবস্থা হয় । অর্থমন্ত্রী দামিনিক ক্যাভালা আবার ভিক্ষাপাত্র হাত আই- এম - এফ এর কা-

ছ ছাট, কিন্তু ওয়াশিংটনর শীতল অভ্যর্থনা ছাড়া তার ভাগ্য আর কিছু জাট না । আই- এম - এফ এর ম-ধ্যই আর্জন্টিনাক ৪৮ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ছিল আর তাই আর ঋণ দবার কানা ইচছ তাদর ছিল না । ফলতঃ আর্জন্টিনা নিজর ঋণর জালই জড়িয় পড়ল ।

অর্থনীতির সাম্প্রতিক অবস্থাক কবল গুরুতর অসুস্থ মানুষর সাথই তুলনা করা যত পার। আন্ত: ব্যাংক সুদর হার লাফিয় ১০০০ শতাংশ পৌঁছ গছ । চড়া সুদর হার অর্থনীতিক ধ্বংসস্তুপ ছুঁড় ফলত সাহায্য কর-ছ । নিম্নমুখী অর্থনীতির মানই আয়কর থক বার্ষিক আয়র হ্রাস, যার অর্থ একদিক জনসাধারণর সু-যাগসুবিধার সংকাচন আর অন্যদিক সুদর হারর বৃদ্ধি । এ চলতই থাকব যতক্ষন না শষ দখা যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকাভাব এর শষ কাথায় কউ জান না ।

সন্ট্রাল ব্যাংকর নির্দশ শয়ার বাজার বন্ধ কর দওয়া হয়ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন আটকাত । বাস্টনর প্রথম বিনিয়াগকারী ব্যাংক সুইস ক্রডিটর রিপার্ট বলা হয়ছ আর্জন্টিনা যদি তার সঞ্চয় দিয় ঋণ শাধ কর দয়, তব তার কাছ যা পড় থাকব তা দিয় স   " আগামী তিন মাসর মাঝামাঝি অবধি টিকত পার । "
সম্ভবত এই
হিসাবটাও খুব আশাবাদীই বলা যায় । বাস্তবত এই মুহূর্ত আর্জন্টিনার তার ঋণ পরিশাধর কানা সম্ভাবনাই নই । আর্জন্টিনার অর্থনীতি সম্ভাব্য পতনর মুখ দাঁড়িয় আছ , যার প্রভাব পড়ব গাটা লাতিন আমরিকা জুড় এবং সারা দুনিয়াতই ।

আর্জন্টিনার সংকট আন্তর্জাতিক বাজার অশনিসংকত পাঠিয়ছ । বিশ্বজাড়া বাজারগুলি পর্যবক্ষণ করছ য এই সংকট লাতিন আমরিকার অন্য জায়গাত এবং অন্যত্র
ছড়িয় পড় কিনা ।   অর্থনীতিবিদদর,   বিশষতঃ আমরিকান অর্থনীতিবিদদর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাশামতই । তাদর দাবীমত আর্জন্টিনার সংকট শুধুমাত্র সই দশরই সংকট,
তা বাইর ছড়িয় পড়ার কানা সম্ভাবনা নই ।

ওয়াশিংটন হায়াইট হাউসর বক্তব্য য তারা এই সংকটক অর্থনৈতিক সংক্রামক ব্যধি হিসাব দখছ না । আ-গর অবস্থান থক সর তারা বলছ আর্জন্টিনার সরকারর
উচিত আই- এম - এফ এর সাথ মিল একটা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নওয়া ।
কিন্তু আসল আই- এম - এফ এর নীতিগুলাই বর্তমান সংকটর জন্য দায়ী । হায়াইট হাউসর অর্থনৈতিক সংকট ছড়িয় পড়ার সম্ভাবনাক নাকচ কর দওয়া তাদর বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্ক তাদর অজ্ঞতাকই প্রকাশ কর ।
" মন হয় এটা আর্জন্টিনার মধ্যই সীমাবদ্ধ থাকব, আর সটা আশাব্যঞ্জক ঘটনা   "   -বলছ হায়াইট হাউসর প্রতিনিধি আরি ফ্রইস্চার ।
যাই হাক ঘটনাবলী এই বক্তব্যর যথার্থতা প্রমাণ কর না । ১৯৯০ সাল ব্রাজিল , -মক্সিকা আর রাশিয়ার অবমূল্যায়নর সংকটও আন্তর্জাতিক বাজারক কিছুটা প্রভাবিত করছিল, কিন্তু আ-র্জন্টিনার ডিফল্টার হয় যাবার সংকট ইতিহাসর সবচয় বড় ঘটনা বলা যত পার । কারন্সি বার্ডর অবসানর য কি প্রভাব পড়ব তা বলা যাচ্ছ না । তব আর্জন্টিনার পসার চরম অবমূল্যায়ন তার মূল বাণিজ্যিক সঙ্গী ব্রাজিলক ক্ষতিগ্রস্ত করব । আর এই অস্থিতির
প্রভাব তথাকথিত উত্থানশীল বাজারগুলির উপরও প্রভাব ফলব । ইতামধ্য এর প্রভাব পড়ছ সাউথ-আফ্রিকার স্বর্ণখনি এলাকাগুলির উপর, আর সুদূর হংকংও সই ধাক্কা অনুভব করত পারছ ।

দ্য গার্জিয়ান (২২ শ ডিসম্বর , ২০০১) বলছ " ওয়াল স্ট্রীট এতদিন তার নিজর অর্থনৈতিক প্রাংগনর ঘটনাবলী উপক্ষাই করছিল । কিন্তু আর্জন্টিনার অর্থনীতি কানা বিচ্ছিন্ন অর্থনীতি নয় । বিশ্ব অর্থনীতিত এটা অসম্ভব য আর্জন্টিনার দউলিয়াপনার কানা আন্তর্জাতিক প্রভাব থাকব না। খুব স্বাভাবিকভাবই সবচয় বদনাদায়ক প্রভাবগুলি আসব অনিশ্চিত দিক থক ।"

যুদ্ধর পর লাতিন আমরিকা এখন গভীরতম অর্থনৈতিক সংকট নিমজ্জিত ।
তিয়রা ডল ফুয়গা থক রিও গ্রান্ড পর্যন্ত একটাও স্থিতিশীল বুর্জায়া ব্যবস্থা ছিল না। গত অর্ধ দশক ধরই আগর ঔপনিবশিক দশগুলিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবর আবশ্যিক বিষয়ীগত শর্তগুলি পরিপক্ক অবস্থায় ছিল । বাস্তবত সগুলি অতিরিক্ত পরিণত অবস্থায় ছিল । ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ দশগুলিক বর্বরতার দিক ঠল দিচ্ছ । কানা মতই সাম্রাজ্যবাদ এক ঠকাত পারব না, তাদর অক্লান্ত বামাবর্ষণও এক ঠকানার জন্য যথষ্ট নয় । বিপ্লব এখনা সফল না হবার কারণ সাম্রাজ্যবাদর শক্তি নয় , কারণ বিষয়গত বস্তুগুলির দুর্বলতা অর্থাৎ বিপ্লবী দল ও নতৃত্বর অনুপস্থিতি ।

গতকয়ক বছরর জনগণর বিপ্লবী আন্দালনগুলির দিক তাকাল এ কথা পরিষ্কার হয় যায় উদাহরণস্বরূপ
১৯৯৮ এ ইন্দানশিয়া, ২০০০ এবং ২০০১ এ ইকুয়াডার বিপ্লব,
২০০০ সাল বলিভিয়ার কাচাম্বায় জল ব্যক্তিগত মালিকানায় ছড় দবার বিরুদ্ধ আন্দালন ,
২০০১ সাল আর্জন্টিনার জনারল মসকানিত অভ্যুত্থান এবং সাম্প্রতিককালর আলজরিয়া অভ্যুত্থান । এই আন্দালনগুলির অধিকাংশগুলিতই শাষিত জনগণর বিভিন্ন অংশক নিয় জনপ্রিয় কমিটি তৈরী হয়ছিল যা সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতাক চ্যালঞ্জ করছিল আর তাক সরিয় দিতও শুরু করছিল । ইকুয়াডার বিপ্লব জনগণর পার্লামন্ট কিছু অফিসার সহ সৈন্যবাহিনীর একটা অংশক নিজদর দিক নিয় আসত সমর্থ হয়ছিল এবং বাস্তবত কয়ক ঘন্টার মধ্য ক্ষমতা নিজদর ই হাত নিয় নিয়ছিল । শুধুমাত্র নতৃ-ত্বর অভাবই আন্দালনক এগিয় নিয় যত দয়নি আর বিপ্লবক হতাশ করছিল ।

<u>পরানিস্টরা কার্যত ক্ষমতাহীন</u>

ড লা রুয়া তার ময়াদর অর্ধসময় বাকি থাকতই ইস্তফা দিত বাধ্য হয়ছ । ১৯৯৯ সাল অফিস ঢুক স তার ক্যাম্পন শুরু করছিলা এই বল য " আমি জানি আমি আপনাদর বিরক্ত করছি ", তিনি তার পূর্বসূরী পরানিস্ট রাষ্ট্রপতি কার্লাস মনমর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থা শষ করার অঙ্গীকারও করছিলা। কিন্তু শীঘ্রই তার নিজর সরকার একই ধরণর দুর্নীতিপরায়ণ হিসাব প্রমাণিত হল আর তার ময়াদর আকস্মিক সমাপ্তির সময় তার জনপ্রিয়তা গিয় দাঁড়িয়ছিল ৪ শতাংশ এ ।

পরানিস্ট পার্টি যারা কংগ্রসর দুটা অধিবশন নিয়ন্ত্রণ করছিল , তৎপর হয় উঠছিল দশর পরবর্তী রাষ্ট্রপতিক বাছার জন্য । নিয়মানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রসর প্রতিনিধি আর বিভিন্ন রাজ্যপালদর একজনক বাছা উচিত বাকী দু বছরর রাষ্ট্রপতি ময়াদ শষ করার জন্য । কিন্তু অনক পরানিস্ট নতাই মন কর য ৯০ দিনর মধ্য সাধারণ নির্বাচন ডাকা উচিত যাত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি যথষ্ট কতৃ-ত্বর সঙ্গ সংকটর মাকাবিলা করত পার ।

ড লা রুয়ার পর সাময়িকভাব তাঁর দায়িত্ব নব সনটর পরানিস্ট প্রসিডন্ট রামন পুয়র্তা, আর যতদিন না জাতীয় কংগ্রস নির্বাচন না হওয়া অবধি তাঁর উত্তরসূরীক মনানীত কর, তিনি কাজ চালিয় যাবন । কিন্তু উপর থক এই পরিবর্তনগুলা কানা সমস্যার সমাধান করত পারব না ।

জনগণের মূল দাবী রুটি এবং কাজ। কিন্তু সমাজের মূলগত পরিবর্তন ছাড়া এগুলো সমাধান করা সম্ভব না। ঘন্টায় ঘন্টায় অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে চলেছে, আর নিরুপায় পেরোনিস্টদের তা থামাবার কোনো উপায় জানা নেই। যা দরকার তা হল বৃহৎ ব্যাংক এবং একচেটিয়া পুঁজির কাছ থেকে জনগণের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া অবধি পেরোনিস্টরাই শাসন করবে আর সম্ভবত তা আগামী মার্চ অবধি। দেশের রাজনৈতিক নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত আর বুঝে উঠতে পারছে না কি করতে হবে।
" পেসো থেকে ডলারে রূপান্তরীকরণের প্রক্রিয়া এখন আর নেই " - বলছে বুয়েনস আয়ার্সের এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক রোসেন্ডো ফ্রাগা। "কিন্তু কি দিয়ে এক পরিবর্তন করা হবে তা নিয়ে এখনও একমত হওয়া যায়নি"। অবশেষে পেরোনিস্টদের কাছে আর কোনো বিকল্প থাকবে না এই ঋণ জর্জরিত অবস্থা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া, আরো সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হবে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অবমূল্যায়ন করা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আশা করা হচ্ছে যে তারা দশ বছরের পুরোনো "ডলারের সাথে পেসোর কৃত্রিম সমতা রক্ষার যে প্রক্রিয়া", তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। রূপান্তরীকরণের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাকে সমাধান করেছিল ঠিকই, কিন্তু তা কৃষিজ এবং শিল্পজ দ্রব্যের রপ্তানিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ২০ শতাংশ বেকারত্ব বেড়ে যাবার কারণ বিশাল পরিমাণে লোক ছাঁটাই যার জন্য পেরোনিস্টরা দায়ী করছে ডলারের কৃত্রিম রূপান্তিকরণের প্রক্রিয়াকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তা সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঋণ শোধ করতেই আর্জেন্টিনাকে প্রতি বছর ৮ বিলিয়ন এর ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছিল, এবং কিছু পেরোনিস্ট নেতা দীর্ঘসময় ধরে দাবী জানিয়ে আসছিলো আইনগত অধিকারের জন্য যাতে এই অর্থকে সামাজিক কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায়।

বিনিয়োগকারীরা আরো খারাপ পরিস্থিতির জন্য তৈরী হচ্ছে। " মনে হয় অবমূল্যায়ন ছাড়া আর কোনো পথ নেই, আর দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ শোধ না করার প্রক্রিয়াই অবশ্যম্ভাবী। "- এ কথা বলছে লাতিন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ নেইল ডগাল। একথা সবাই বুঝতে পারছে অবমূল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী, যেমন ঋণের দায়ে ডিফল্টার হয়ে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পুঁজিবাদের নিরিখেই বলতে গেলে এই জিনিসগুলো কিছুই সমাধান করতে পারবে না। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করেই আর্জেন্টিনাকে থাকতে হবে। পেসোর অবমূল্যায়ন মানে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যাবর্তন, যা মধ্যবিত্তের সঞ্চয়কে ধ্বংস করবে এবং পেনশন আর বেতনের মুল্য কমিয়ে দেবে। এইভাবে তা জনগণকে আরো দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেবে আর নতুনভাবে সামাজিক বিস্ফোরণের রাস্তা তৈরী করবে।

পেরোনিস্ট আন্দোলন পরস্পরবিরোধিতায় পরিপূর্ণ যা খুব শীঘ্রই বেরিয়ে আসবে। ইতোমধ্যে তাদের মধ্যে ফার্নান্ডো দে লা রুয়ার উত্তরসূরী খোঁজার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পেরোনিস্টদের কাছে সমস্যাগুলির কোনো উত্তর নেই, পেরোনিস্ট ইউনিয়নগুলোর উপর চাপ তৈরী হবে সাধারণ ধর্মঘট ডাকার জন্য।

এরপর কি?

দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার পর আর্জেন্টিনার অধিকাংশ লোকেই দৈনন্দিন জীবনে ফিরছে অথবা চেষ্টা করছে। ধীরে

ধীর বুয়নস- এয়ার্সর রাস্তাগুলি আগর তুলনায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছ । কিন্তু কানা সত্যিকারর স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছনা যায় নি । দ্য গার্জিয়ান এর মুখপত্র রবিবার, ২২ শ ডিসম্বর রিপার্ট করছ- "গত রাত্র বুয়নস- এয়ার্সর বিধ্বস্ত ব্যবসা কন্দ্রিক অ'লগুলিত একটা অদ্ভুত ধরনর শীতলতা বিরাজ করছিল - রাজনৈতিক নতৃত্বক বদলর অংগীকার মানুষর ক্ষাভক মন হয় অনকটাই প্রশমিত কর দিয়ছ । যহতু আপাতভাব শান্তি ফিরছ , জরুরী অবস্থাও তুল নওয়া হয়ছ ।"

সাধারণ লাকরা শান্তিপূর্ণ অবস্থানর উপর পুলিশর অত্যাচারকই দায়ী করছ । মানুষর মধ্যর অবিশ্বাসর হাওয়া পরিস্থিতিক এখনও গুমাট কর রখছ । মানুষ এখন বুঝত পরছ য উপর থক আনা পরিবর্তন মানু- ষর সমস্যাগুলির সমাধান করত পারব না।

" পরানিস্টরা ফিরলও আমরা যখান ছিলাম সখানই থাকব " - রাষ্ট্রপতির ইস্তফায় উল্লসিত এক মহিলা একথা বলছ । " এরা সব এক গলাস থকই মদ খায়- তাই কানা পরিবর্তনর আশা নই " ।

কিছু সময়র জন্য লাকরা দখব-প্রথম পর্বর ক্ষাভ সম্ভবত প্রশমিত হয়ছ । কিন্তু এখন য পরিস্থিতি বিরাজ করছ তাক শান্তি বলা চল না, তা সাময়িক আর অস্বস্তিকর এক শীতলাবস্থা । মধ্যবিত্তর মধ্য একইরকম অবিশ্বাসর হাওয়া রয় গঁছ । একই প্রতিবদন বলা হয়ছ "কিছু - দাকানদারর মধ্য এখনও এত ভয় রয় গছ য তারা গতকালও দাকান খালনি। এক দাকানদারর জবানবন্দীত 'আমাদর দৈনন্দিন খরিদ্দারদরই অনক লুটতরাজ করছ । এ এক চরম নৈরাজ্য ' " ।

অনক ক্ষত্রই পুলিশর অনুপস্থিতিত প্রতিবশীরা নিজর হাত আইন তুল নিয়ছ , লাঠি দিয় লুটতরাজকারীদর পিটিয়ছ। একটা আইনর অবশ্যই দরকার আছ, কিন্তু এই মুহূর্ত তা সম্ভব নয়, এখন কবল নতুন নতুনভাব সংকট দখা দব । একমাত্র কাম্য এবং সম্ভাব্য আইন হল বিপ্লবী আইন- যা শ্রমিকশ্রণীর নতৃত্ব শ্রমিক,ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী , ক্ষুদ্র কৃষক,বকার জনগণ,যুবক এবং মহিলাদর জাটর ক্ষমতা দখলর মধ্য দিয় আসত পার ।

নতুন বিপ্লবী শক্তির মূল স্লাগান হওয়া উচিত সাধারণ ধর্মঘট । কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটক সংগঠিত করা উচিত । একমাত্র উপায়, যাত আন্দালনক কানারকম রায়ট বা লুটতরাজ ছাড়া সংগঠিত করা যত পার তা হল অ্যাকশন কমিটি, শ্রমিকদর নির্বাচিত কমিটি তৈরী করা, য কমিটি - বকার, ছাত্র- যুব , ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং শাষিত শ্রণী ব্যতিরক সমাজর সর্বস্তরর নির্বাচিত প্রতিনিদিরও অন্তর্ভুক্ত করব ।

কমিটিগুলার যাতায়াত ব্যবস্থা, খাদ্য সরবরাহ এবং জীবনর অন্যান্য প্রয়াজনীয় জিনিসগুলি জনগণর দরিদ্রতম অংশর কাছ সরবরাহ করা উচিত । তাদর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা উচিত আর রাস্তায় নম আইন বজায় রাখা আর প্রতিক্রিয়ার প্রতিরাধ করা উচিত । এই কাজগুলা করার জন্য তাদর দরকার অস্ত্রশস্ত্র । সৈন্য এবং পুলিশবাহিনীর কাছ আবদন করা উচিত তাদর নির্বাচিত কমিটি তৈরী কর সমস্ত ফ্যাসিস্ট আর প্রতিক্রিয়াশীলদর সখান থক বর কর দওয়ার জন্য আর সই কমিটিগুলাক শ্রমিকদর কমিটির সাথ সংযাগ স্থাপনর জন্য । সবশষ বিপ্লবী কমিটিগুলাক আঞ্চলিক আর জাতীয় স্তর যুক্ত করা উচিত যাত আগামী দিন জাতীয় কংগ্রস আহ্বান করা আর ক্ষমতা দখলর কর্মসূচী সামন রাখা যায় ।

আর্জন্টিনা নিশ্চিতভাবই বিপ্লবর রাস্তায় প্রবশ করছ। পরর দশকর মধ্যই কন্দ্রীয় দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করত হব । এখনকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মূল সমস্যাগুলার কানাটারই সমাধান করত পারব না , বদল সগুলার আরা বিস্ফারক চহারা দব । শ্রমিক

শ্রেণী এবং অন্যান্য শাষিত জনগণের কাছে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস বা বৃদ্ধি কোনটাই কাম্য হতে পারে না।
এটাকে তুলনা করা যেতে পারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু আর আগুনে ধীরে ধীরে ঝলসে মৃত্যু এই দুটোর
মধ্যে কোনো একটাকে পছন্দ করা। যে কোনোভাবেই হোক মূল দ্বন্দ্বগুলির সমাধান করতে হবে।
কোনো মাঝামাঝি সমাধান সম্ভব নয়। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে এখন ডলারাইজেশন
পদ্ধতিকে তুলে ধরেছে। কিন্তু গতকয়েক মাসের ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মুদ্রাবিনিময়ের হার বেঁধে
দেবার বিপদ। ডলারাইজেশন মানে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস যা বেকারী,দেউলিয়াপনা আর দুঃখ দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে
তুলবে। অন্যদিকে বিশাল ভাবে অবমূল্যায়ন মানে
মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়া যা মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মানের অবনয়ন ঘটাবে।

লেনিন বিপ্লবের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম শর্ত শাসক শ্রেণী হবে বিভক্ত আর সংকটের সময়
শাসনকার্য চালিয়ে যেতে অক্ষম হবে। আর্জেন্টিনার শাসক শ্রেণীও এখন বিভক্ত। দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে
মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা। সাম্প্রতিককালের বিক্ষোভগুলিতে
বহু মধ্যবিত্ত জনগণ, যারা সংকটের দরুণ ধ্বংস হয়ে গেছিল, অংশ নিয়েছিল।

সর্বশেষ শর্তটি হচ্ছে প্রকৃত মার্কসবাদী দল আর নেতৃত্বের উপস্থিতি যারা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে
আন্দোলনকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করবে। যদি এরকম কোনো দল এই মুহূর্তে থাকতো, যাদের শ্রমিকশ্রেণী
আর ইউনিয়নগুলোতে গণভিত্তি আছে, আন্দোলনকে খুব সহজেই এবং খুব কম রক্তপাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্ল-
বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো। এইরকম দলের অনুপস্থিতিতে
সংকট আরো দীর্ঘমেয়াদি চরিত্র ধারণ করবে, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিরাজমান থাকবে যতক্ষণ না
সমস্যাগুলোর সমাধান হয়। আর বর্তমান সংকটের সমাধান হতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের মধ্যে দিয়ে অথবা
মিলিটারী একনায়কতন্ত্রী রক্তাক্ত শাসনের মধ্যে দিয়ে। শেষ অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় গৃহযুদ্ধ ছাড়া নতুন জুন্টা
ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর তাই জেনারেলরা শান্ত আছে। নাটকের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটছে, কিন্তু
ভবিষ্যতে ঝড়ের অশনিসংকেত পাওয়া যাচ্ছে।

ব্রাজিলের শ্রমিকশ্রেণীর পরেই আর্জেন্টিনার শ্রমিকশ্রেণী লাতিন আমেরিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী।
এর উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী ঐতিহ্য রয়েছে। প্রকৃত বিপ্লবী কর্মসূচী নিয়ে সশস্ত্র হয়ে তা ক্ষমতা দখল
করতে পারে আর সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কাজে অংশ নিতে পারে। এই ধরনের ঘটনা
এক মুহূর্তে লাতিন আমেরিকার সামাজিক অবস্থাকে বদলে দিতে পারে। এমনকি ১৯১৭ এর বলশেভিক বিপ্ল-
বের থেকেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। এর প্রভাব পড়বে আমেরিকাতেও আর সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়-
বে। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের বিরুদ্ধে
মিলিটারী হস্তক্ষেপের পরিবর্তে আমেরিকা সারা বিশ্বে বিপ্লবের সম্মুখীন হবে। উপর থেকে নীচে অবধি সমাজের
বৈপ্লবিক পুনর্গঠনেই অচলাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাতে পারে। ভবিষ্যতে এই প্রশ্নই বারবার জেগে
উঠবে - হয় সর্বাংগীন জয় অথবা ভয়াবহ পরাজয়। আগামী দিনে আর্জেন্টিনার শ্রমিকশ্রেণী আর জনসাধারণের
কাছে এটাই বিকল্প।

লণ্ডন,
ডিসেম্বর ২৩,২০০১।